সংবাদ

তারিখ ... 15 APR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

টাঙ্গাইলে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া মুখ থুবড়ে পড়েছে

টাঙ্গাইল থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশের অভাব এবং কতিপয় ভুয়া শিক্ষকের কারণে টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা মুখ থুবড়ে পড়েছে। এর ফলে ১১ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু পেশায় নিয়োজিত থেকে দাইন্যা ইউনিয়নের একটি বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক নামধারী দীর্ঘ এক যুগ ধরে সরকারি বেতন-ভাতা তুলে পকেটস্থ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ না নেয়ায় দিন দিনই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় অবনতি ঘটছে।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, এই উপজেলায় বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১টি। এই বিদ্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১১ হাজার। শিক্ষক সংখ্যা ১শ' ২৪টি। এর মধ্যে কয়েকটি পদ বর্তমানে শূন্য। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকার প্রতি মাসে সর্বনিম্ন ১ হাজার ৩শ' টাকা থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ১ হাজার ৯শ' টাকা করে বেতন-ভাতা বাবদ দিচ্ছেন। প্রতি মাসে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ প্রায় সোয়া ২ লাখ টাকা সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় করা হচ্ছে।

টাঙ্গাইল সদর উপজেলার দাইন্যা, মগড়া, বাঘিল, কাকুয়া, কাতুলী, ধগেড়া ও ছিলিমপুর ইউনিয়নের জনগণের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে উপজেলা সরকারি শিক্ষা কর্মকর্তারা নিয়মিত পরিদর্শন করেন; কিন্তু বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা যান না। এর ফলে এই বিদ্যালয়সমূহে অনেক শিক্ষকই স্কুল ফাঁকি দেন। অনেকে নিয়মিত ক্লাস নেন না। এসব বিদ্যালয়ে ভিন্ন পেশায় কর্মরত কতিপয় শিক্ষক রয়েছেন। এরা নিয়মিত সরকারি বেতন-ভাতাও তুলছেন। অভিযোগ উঠেছে, দাইন্যা ইউনিয়নের চৌবাড়িয়া রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে জনৈক শাহজাহান মিয়া দীর্ঘ এক যুগ যাবৎ বেতন-ভাতা তুলছেন। তিনি টাঙ্গাইল শহরে টাঙ্গাইল লোন অফিস লিমিটেড নামক একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অর্থাৎ সেক্রেটারি হিসেবে কর্মরত। দেশের সকল পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির অফিসের সময়সীমা সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা। এভাবে ভিন্ন পেশায় কাজ করেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন-ভাতা তুলছেন এ ব্যক্তি। এলাকাবাসী জানায়, বিষয়টি সম্পর্কে উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরে বার বার জানিয়েও কাজ হয়নি। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছে। তারা জানায়, বেসরকারি রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ে গড়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩শ' ৬০ জন। শিক্ষক পদ মাত্র ৪টি। অনেক বিদ্যালয়ে আবার কয়েকটি শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে এবং কতিপয় ভুয়া শিক্ষকের কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখা মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তারা সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ ব্যাপারে প্রতিকার দাবি করেছে।

ইবি'র ১৪টি প্রশাসনিক পদ থেকে শিক্ষকদের পদত্যাগপত্র গৃহীত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ১৪টি পদ থেকে জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের একাংশ জিয়া পরিষদের শিক্ষকদের পদত্যাগের দীর্ঘ ২০ দিন পর গতকাল (সোমবার) তাদের পদত্যাগ কার্যকর হয়েছে। ভিসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে, গত ৩১ মার্চ প্রক্টর, প্রভোস্টসহ প্রশাসনিক ১৪টি পদ থেকে উক্ত শিক্ষকবৃন্দ পদত্যাগ করেন। কিন্তু ভিসি জিয়া পরিষদের শিক্ষকদের আকস্মিক পদত্যাগের কারণকে অযৌক্তিক হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করে স্ব-স্ব পদে ফিরে যাওয়ার সুযোগ রেখে দেন। বিএনপির অপর বৃহৎ অংশ জাতীয়তাবাদী পেশাজীবী পরিষদ ও জামায়াত সমর্থিত গ্রীন ফোরামের শিক্ষকগণও জিয়া পরিষদের অযৌক্তিক পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন।